আজকের কাগজ
আজকের কাগজ

তারিখ ...09 OCT 1993
পৃষ্ঠা... ৪ ...কলাম... ১...

১৩৭

শিক্ষাঙ্গন গুলোকে অবিলম্বে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড একথা যখন সকল মহল থেকেই বলা হচ্ছে তখনই দেশের উচ্চতর শিক্ষাঙ্গণগুলোয় সন্ত্রাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে; যার ফলশ্রুতিতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাঙ্গণসমূহ হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নয়ত সেগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ থাকছে না। এ অবস্থা একটি রাষ্ট্রের জন্যে নিঃসন্দেহে ভীতিকর।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অর্থ শুধু একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাই নয় বরং সমাজের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি সচল আছে এমন বলা যাবে না। কারণ স্বৈরাচারী আমল থেকে শুরু হওয়া সন্ত্রাস এখনও সমাজের বিভিন্ন স্তরকে জিম্মী করে রেখেছে। এ সন্ত্রাসের কবলে পড়ে শিক্ষাঙ্গণগুলোর অবস্থাই সবচেয়ে নাজুক হয়ে পড়েছে। এখানে সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণ এখন মৌলবাদ। যে মৌলবাদ স্বৈরাচারী আমলে স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিলো তারাই এখন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সন্ত্রাসকে লালন করে চলেছে এবং তাদের নির্দেশনায় তারুণ্যের বিভ্রান্তি এবং সন্ত্রাসের ব্যাপকতা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

স্বাধীনতার বিরোধীতাকারী সাম্প্রদায়িক ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অপব্যবহার করে চলেছে। এরা ধর্ম এবং অস্ত্র দ্বিবিধ ভয় দেখিয়ে তরুণ্যের সংগ্রামশীলতাকে দমন করার জন্যে এখন সক্রিয়। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এরাই সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ কাজেই এদের দ্বারা এই মৌলবাদী অপশক্তি প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে সর্বাগ্রে। এদেশের ইতিহাসে এটা তেমন নতুন ঘটনা নয়, ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক শক্তিও সর্বপ্রথম এই ছাত্র সমাজ কর্তৃকই প্রতিরুদ্ধ হয়েছিলো, স্বৈরাচারীদেরও প্রতিরোধ করেছিলো এরাই এবং এখনও মৌলবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এই ছাত্র সমাজই। কিন্তু গণতন্ত্রের সুফল ভোগকারী এই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি সন্ত্রাকেই এখন তাদের প্রধান 'রাজনৈতিক' হাতিয়ারে পরিণত করেছে। প্রকৃত পক্ষে এরা ঐতিহাসিকভাবেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ শক্তি এবং তারা চায় সমাজকে পরিকল্পিতভাবে পশ্চাৎপদ রেখে তাদের ধর্মব্যবসা চালিয়ে যেতে। যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যেই যে এই অপশক্তিসমূহ ক্ষতিকর বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতানন্ত্রিক সরকার এবং সচেতন জনগণ কর্তৃক এদের প্রত্যাখ্যানই তার প্রমান। এমনকি এদের উৎস ভূমি পাকিস্তানেও এরা প্রত্যাখ্যাত।

কাজেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক পক্ষ-শক্তিসমূহকে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিষিদ্ধ করার জন্যে। তা না হলে শিক্ষাঙ্গণগুলো সন্ত্রাসুমক্ত হবে না আর সঙ্গে সঙ্গে জাতির মেরুদণ্ড যে দুর্বলতার আক্রান্ত হয়ে জাতিকে ন্যুজকরে ফেলবে তাও বলাই বাহুল্য। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষাণগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং সন্ত্রাসের সমূল উচ্ছেদ কামনা করি।